ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 140 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ২৯৬ ● কলকাতা ● ১৮ কার্ত্তিক, ১৪৩২ ● বুধবার ● ০৫ নভেম্বর ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

সংবিধান হাতে SIR-র প্রতিবাদে রাজপথে মুখ্যমন্ত্রী, পাশে অভিষেক

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

এসআইআর এর প্রতিবাদে আম্বেদকরের মূর্তির সামনে থেকে পদযাত্রা শুরু করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আম্বেদকরের মূর্তিতে মাল্যদান করলেন মুখ্যমন্ত্রী। নির্দিষ্ট সময়ে রেড রোডে হাজির হয়েছেন সকল বিধায়ক সাংসদরা।তৃণমূল নেত্রীর এই মেগা র্যালিকে ঘিরে সাধারণ মানুষের মধ্যেও উত্তেজনা ছিল প্রবল। রেড রোডের একধারে ব্যারিকেট করে দেওয়া হয়। সেখানেও দাড়িয়ে রয়েছেন বহু সাধারণ মানুষ।

হাজির হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। এদিন মিছিলে কর্মী সমর্থকদের হাতে দেখা গিয়েছে প্ল্যাকার্ড। সংবিধান হাতে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী হাঁটছেন রাজপথে। কেন্দ্র সংবিধান মানছে না, এই বার্তাই দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী।

এদিন রেড রোডে এসে কর্মী-সমর্থক এবং দলীয় নেতৃত্বকে

এরপর ৩ পাতায়

পর্ব 103

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

এর উপর নিয়ন্ত্রণ করা সর্বদা অভ্যাস করতে হয় অথবা এরকম অভ্যাসকারী সামূহিকতাকে থাকা যেতে পারে। এরকম নিজের দিনচর্চায় চিত্তকে ভিতরে রেখে সশক্ত করা যেতে পারে।"

এরপর কিছুদিন ধরে একটানা গুরুদেব আমাকে এক জঙ্গলে নিয়ে যেতেন। সেখানে ছোট ছোট গাছ ছিল যার থেকে এক রকমের বীজ পাওয়া যেত। সেগুলি মোতীর আকারের মত হত। কিন্তু অর্ধেক কালো ও অর্ধেক লাল রঙের হত। ঐ বীজ প্রতিদিন সংগ্রহ করে আনতাম আর গুহার সামনে গর্তে তা জমা করতাম। এরকম অনেক দিন চলল। ঐ গাছের পাতা টক-মিষ্টি লাগত।

ক্রমশঃ

ভর্তি চলছে

ভবানী চাইল্ড ইনস্টিটিউট

স্থাপিত ঃ ১৯৯৩

BHABANI CHILD INSTITUTE 24 PARGANAS (SOUTH)

২০২৬ শিক্ষাবর্ষে নার্সারি শ্রেণির পঠন-পাঠন শুরু হবে ৪ঠা ডিসেম্বর, ২০২৫ বৃহস্পতিবার থেকে

আসন সংখ্যা সীমিত। অভিভাবকদের নীচের মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য জানানো যাচ্ছে।

ভর্তির সময় ঃ সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা

যোগাযোগ ঃ 9083249944 / 9083249933 / 9083249922

ইডির নাম করে তিন তৃণমূল বিধায়ককে গ্রেপ্তারির হুমকি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

এসআইআর শুরু হতে না হতেই রাজ্যের তৃণমূল বিধায়কদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র! কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার নাম করে গ্রেপ্তারির হুমকি দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ তুললেন তিন বিধায়ক। মঙ্গলবার তাঁরা তিনজনই এনিয়ে থানায় এফআইআর দায়ের করেছেন। অভিযোগ, মুম্বই থেকে ফোন করে ইডি ও সিবিআই আধিকারিকের পরিচয় দিয়ে আসলে তিন জনপ্রতিনিধির কাছ থেকে তোলাবাজির ছক করা হয়েছিল।একইভাবে ফিরদৌসি বেগম ও সুব্রত মণ্ডলের কাছে সিবিআই, ইডির নাম করে ভুয়ো ফোন, ইমেল আসে বলে অভিযোগ। বারবার তাঁদের বিরুদ্ধে কোনও না কোনও অনৈতিক কাজে জড়িত থাকার অভিযোগ তুলে ভয় দেখানোর হুমি দেওয়া বলে জানাচ্ছেন বিধায়করা। এনিয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনার তিন বিধায়কই পুলিশে এফআইআর দায়ের করেছেন। তৃণমূল বারবার অভিযোগ তোলে যে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলিকে রাজনৈতিক বিরোধিতা কাজে লাগাচ্ছে কেন্দ্রের শাসকদল। তিন তৃণমূল বিধায়কের এহেন অভিযোগেও তারই প্রতিফলন বলে মনে করছে শাসকদল।

সেই ফাঁদে পা না দেওয়ায় তাঁদের গ্রেপ্তার করার হুমকি দেওয়া হয়েছে অভিযোগ। এফআইআরের ভিত্তিতে পুলিশ বিষয়টির তদন্তে নেমেছে।

জানা গিয়েছে, মুম্বই-সহ মহারাষ্ট্রের একাধিক জায়গা থেকে ফোনে এ ধরনের হুমকি পাচ্ছেন গোসাবার বিধায়ক সুব্রত মণ্ডল, বারুইপুর পূর্বের বিভাস সর্দার ও সোনারপুরের উত্তরের ফিরদৌসি বেগম। বারুইপুর জেলা পুলিশে দায়ের করা অভিযোগপত্রে বিভাস সর্দার লিখেছেন যে মুম্বইয়ের সিবিআই দপ্তর থেকে ফোন করে তাঁকে মোটা অঙ্কের টাকা দিতে চাপ দেওয়া হয়। তাতে রাজি না হওয়ায় তাঁকে ব্যাঙ্কে অর্থ লেনদেনের নথি পাঠানো হয়। তাতে উল্লেখ, বিধায়ক বিভাস সর্দার জনৈক সাদাকাত খান নামে জঙ্গি সংগঠনে যুক্ত একজনকে ৩ কোটি টাকা দিয়েছেন। সেই 'অপরাধে' গ্রেপ্তার করা হতে পারে তাঁকে। বিধায়কের দাবি, এধরনের অভিযোগ একেবারেই মিথ্যা। অযথা তাঁকে দেশদ্রোহিতার কাজে জড়িয়ে কালিমালিপ্ত করার ষড়যন্ত্র করেছে ইডি, সিবিআই।

মালগাড়ির মাথায় উঠল প্যাসেঞ্জার ট্রেন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

মালগাড়ির সঙ্গে প্যাসেঞ্জার ট্রেনের সংঘর্ষ। সংঘর্ষের তীব্রতা এতটাই ছিল যে প্যাসেঞ্জার ট্রেনের প্রথম কামরাটি উঠে যায় মালগাড়ির উপর। দুর্ঘটনায় কমপক্ষে ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন। মৃতের সংখ্যা বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা। মঙ্গলবার দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ছত্তীসগঢ়ের বিলাসপুরে জয়রামনগর স্টেশনের কাছে।চম্পা জংশনে হেল্পলাইন নম্বর ৮০৮৫৯৫৬৫২। রায়গড় ও পান্ড্রা রোডে হেল্পলাইন নম্বরগুলি হল যথাক্রমে

এরপর ৩ পাতায়

মিঠুনের মন্তব্যে শোরগোল বিজেপিতে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

মালদহ : বঙ্গে আসন্ন বিধানসভা ভোট। সব পক্ষেরই প্রস্তুতি চরমে। চ্যালেঞ্জ জানাতে কোমর বাঁধছে বিরোধীরা। ছাব্বিশে মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসাবে বিজেপির মুখ কি শুভেন্দু অধিকারীই? তা নিয়ে রাজ্য রাজনীতিতে জল্পনা তুঙ্গে। আর এহেন চর্চার মধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী হওয়ার প্রস্তাব খোদ মিঠুন চক্রবর্তীকে।বঙ্গ বিজেপিতে দ্বন্দ্ব নতুন নয়। দিলীপ ঘোষ থেকে শুভেন্দু কিংবা শমীক, নেতাদের সমীকরণ নিয়ে বারবার চর্চা হয়েছে। কখনও কখনও নেতাদের দূরত্ব এতটাই বেড়েছে যা লোকচক্ষু এড়ানো যায়নি। এবার মিঠুনের বক্তব্যে জল্পনা বাড়ছে আবারও।

এক্ষেত্রে তাঁর দাবি, "দল যদি চায়, আমি মুখ্যমন্ত্রী হব। দল যাকে বলবে, তিনিই মুখ্যমন্ত্রী হবেন।" আর এখানেই প্রশ্ন, তাহলে বঙ্গ বিজেপিতে মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসাবে শুভেন্দু অধিকারীকে নয়, মিঠুনকেই চাইছেন নেতা-কর্মীরা? নাকি মসনদে বসতে চাইছেন মিঠুন নিজেই? মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিপরীতে বঙ্গ বিজেপির মুখ হিসেবে ময়দানে নামতে চান এই বাঙালি অভিনেতা! যদিও এই বিষয়ে একেবারে 'স্পিকটি নট' বঙ্গ বিজেপি নেতৃত্ব।

সোমবার মালদহের সাহাপুরের একটি বেসরকারি হোটেলে গেরুয়া শিবিরের বিজয়া সম্মিলনীর আয়োজন করা হয়। সেখানেই যোগ দেন অভিনেতা তথা বিজেপি নেতা মিঠুন চক্রবর্তী-সহ বঙ্গ বিজেপির

এরপর ৪ পাতায়

(১ম পাতার পর)

সংবিধান হাতে SIR-র প্রতিবাদে রাজপথে মুখ্যমন্ত্রী, পাশে অভিষেক

নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এসআইআর মিছিলে দেখা গেছে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি। মিছিলে যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে সেই দিকে কড়া নজর রাখতে বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মিছিল শুরুর আগে ফের একবার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, একটা বৈধ ভোটারও যেন বাদ না যায়। এদিনের মিছিলে দেখা গিয়েছে সিরিয়ালের কলাকুশলীদের। কলকাতা সংলগ্ন এলাকার বিধায়কদের হাজির থাকার কথা বলা হয়েছে। সেইমতো সকলেই হাজির রয়েছে এই মেগা মিছিল। কলকাতা থেকে যে মিছিলের শুরু হল, সেটা সামনের দিনে আরও মিছিল হবে। সামনের সারিতে রয়েছেন হিন্দু, মুসলিম, শিখ, পাঞ্জাবি সহ সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষ। তৃণমূলের মিছিলের সামনে রয়েছে বিভিন্ন ধর্মের ধর্মগুরুরা। মঙ্গলবার সকাল থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছে এস আই আর এর মূল পর্বের কাজ। বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে বিএলওরা কাজ করছেন। এই দিনেই এফ আই আর এর প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে পথে নেমেছেন মুখ্যমন্ত্রী। রেড রোড থেকে জোড়াসাঁকো পর্যন্ত প্রায় সাড়ে তিন কিলোমিটার রাস্তা হাঁটছেন মমতা ও অভিষেক। সঙ্গে রয়েছেন সমস্ত সাংসদ বিধায়ক তৃণমূলের কর্মী সমর্থকরা। বৈধ ভোটার বাদ না যাওয়া থেকে, এনআরসি আতঙ্কে একাধিক প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে, তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। বিআর আম্বেদকর মূর্তির সামনে থেকে মিছিল শুরু করে রানি রাসমনি, ডরিনা ক্রসিং, সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ হয়ে মিছিল পৌঁছবে জোড়াসাঁকোতে। সেখানেই বক্তব্য রাখবেন মুখ্যমন্ত্রী।

(২ পাতার পর)

মালগাড়ির মাথায় উঠল প্যাসেঞ্জার ট্রেন

৯৭৫২৪৮৫৬০ ও ৮২৯৪৭৩০১৬২। দুর্ঘটনাস্থলেও দুটি হেল্পলাইন নম্বর দেওয়া হয়েছে রেলের তরফে। নম্বর দুটি হল ৯৭৫২৪৮৫৪৯৯ ও ৮৬০২০০৭২০২। মৃতদের পরিবারকে ১০ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্যের কথা ঘোষণা করেছে রেল। গুরুতর আহতদের দেওয়া হবে ৫ লক্ষ টাকা। আর বাকি আহতদের ১ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্য দেবে রেল।বিলাসপুরের জেলাশাসক সঞ্জয় আগরওয়াল জানিয়েছেন, প্যাসেঞ্জার ট্রেনটি কোরবা থেকে বিলাসপুর যাচ্ছিল। আর মালগাড়িটা বিলাসপুরের দিক থেকে আসছিল। দুর্ঘটনাস্থলেই ৪ জনের মৃত্যু হয়। মৃতের সংখ্যা বাড়তে পারে বলে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন। দুর্ঘটনাস্থলে রেল, জেলা প্রশাসনেক আধিকারিকরা পৌঁছেছেন।
উদ্ধারকারী টিমও খবর পেয়েই পৌঁছে যায়। বিলাসপুরের পুলিশ সুপার রজনীশ সিং বলেন, "উদ্ধারকাজ চলছে। আহতদের স্থানীয় হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।" দুর্ঘটনার জেরে ওভারহেডের তার ছিঁড়ে যায় ও সিগন্যালিং ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে যায়। যার ফলে একাধিক এক্সপ্রেস ও প্যাসেঞ্জার ট্রেন বাতিল কিংবা রুট বদল করা হয়েছে।
দুর্ঘটনাগ্রস্ত প্যাসেঞ্জারের যাত্রীদের গন্তব্যে পৌঁছে দিতে বিকল্প ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে রেল। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, সিগন্যালিং ব্যবস্থার গোলমালের জেরে দুটি ট্রেন একই লাইনে চলে আসে। কোনও রেলকর্মীর গাফিলতি রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। রেলের তরফে একাধিক হেল্পলাইন নম্বর দেওয়া হয়েছে।

গুরু নানক দেবের জন্মদিবসের প্রাক্কালে রাষ্ট্রপতির শুভেচ্ছা

নয়াদিল্লি, ০৪ নভেম্বর, ২০২৫

রাষ্ট্রপতি শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মু গুরু নানক দেবের জন্মদিনের প্রাক্কালে সহ-নাগরিকদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।
এক বার্তায় রাষ্ট্রপতি বলেছেন, গুরু নানক জয়ন্তীর এই পুণ্যলগ্নে আমি ভারত এবং বিদেশে বসবাসকারী সব ভারতীয়, বিশেষত আমাদের শিখ ভাই ও বোনেদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।
এই পুণ্যলগ্ন আমাদের গুরু নানক দেবজির আদর্শ ও মূল্যবোধ গ্রহণ করতে অনুপ্রাণিত করে উন্নততর সমাজ গঠনের দিকে পরিচালিত করে। তাঁর বার্তা আমাদের শেখায় যে - সত্য, ন্যায় ও সহানুভূতির উপর আধারিত জীবনই হ'ল সাফল্যের প্রকৃত মাপকাঠি। তাঁর শিক্ষা এক ঈশ্বর এবং মানুষের মধ্যে সাম্যের উপর জোর দেয়। তিনি আমাদের সততার সঙ্গে জীবনযাপন করতে এবং সম্পদ একে অপরের সঙ্গে ভাগ করে নিতে প্রাণিত করেন।
এই উপলক্ষ্যে আসুন, গুরু নানক দেবজির আদর্শ আমরা জীবনে ধারণ করি এবং আরও শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ দেশ গঠনের জন্য তাঁর পথ অনুসরণ করি।

জোড়াসাঁকোর প্রতিবাদ মঞ্চ থেকে হুংকার অভিষেকের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

গত সাত দিনে নির্বাচন কমিশন এসআইআর ঘোষণা করার পর আমরা যে সাতজন সহ নাগরিককে হারিয়েছি তাদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাই। মাত্র দুদিনের দিনের ব্যবধানে এই সভা মহা মিছিল। রাস্তার দু'ধারে যেভাবে মানুষ মিছিল দেখার জন্য দাঁড়িয়েছিলেন যেভাবে আশীর্বাদ করেছেন আজকে কলকাতা এটাই প্রমাণ করে দিল আগামী দু মাসের মধ্যে এই জনতা দিল্লিতে কি করতে পারে তা যেন বিজেপি ভেবে দেখে। বঙ্গের জনতার ক্ষমতা দিল্লি দেখবে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সেদিন প্রতিবাদ মঞ্চ থেকে সেখানে উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে বলেন আপনারা দিল্লিতে গিয়ে আন্দোলন করার জন্য প্রস্তুত হাত তুলে সমর্থন জানান। অভিষেকের স্পষ্ট হুংকার বাংলার কি ক্ষমতা দিল্লি তা দেখবে এবার। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন আগামী ২০২৬ সালের নির্বাচনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কে মুখ্যমন্ত্রী করার লড়াই শুধু নয় আগামী নির্বাচনে বিজেপিকে শূন্য করা লড়াই। যারা বিগত দিনে বোতাম টিপে ৫০০ টাকার নোট বাতিল করেছে বোতাম টিপে একশ দিনের কাজের টাকা বন্ধ করেছে বোতাম টিপে আধার কার্ড বাতিল করেছে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই লড়তে হবে। জবাব দিতে হবে আগামী বছর ২০২৬এর বিধানসভার নির্বাচনে ভোট মেশিনে। মঙ্গলবার বি আর আম্বেদকরের মূর্তি সামনে থেকে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি পর্যন্ত মিছিলের শেষে প্রতিবাদ মঞ্চ থেকে এভাবেই কেন্দ্রের বিরুদ্ধে গর্জে উঠলেন অভিষেক

এরপর ৬ পাতায়

সম্পাদকীয়

৬০০০ গ্রাম হিন্দু শূন্য হয়ে গেছে বাংলায়

কার্বলিক অ্যাসিড দিলে সাপ যেভাবে পালায়, SIR ও তাই। যেই না গর্তে নির্বাচন কমিশন ঢেলেছে, অমনি ভারত ছেড়ে পালাচ্ছেন রোহিঙ্গা ও বাংলাদেশি মুসলমানরা... 'আগরপাড়ার সভা থেকে ঠিক এই ভাবেই একের পর এক 'বোমা' ছুড়েছেন নন্দীগ্রামের বিধায়ক তথা বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।শাসকদল যখন ধর্মীয় রাজনীতি, বাঙালি অস্মিতা নিয়ে সরব, তখন শুভেন্দু আবার তৃণমূলের মুসলমান প্রীতি নিয়ে বারেবারে মুখ খুলেছেন। বলেছেন, "তৃণমূল হল মুসলিম লিগ ২। এটি পরিবার পার্টি। মহম্মদ আলি জিন্নাদের অসম্পূর্ণ স্বপ্ন পূরণ করছেন।" সামনেই নির্বাচন। তার আগে রাজ্যে শুরু হয়েছে SIR। এই এক এসআইআরকে ইস্যু করে তৃণমূল যখন বাংলার কুর্সি আবার দখল করতে মরিয়া, পাল্টা বিজেপি তখন পিছু না হটে এই ইস্যুকেই শাসকদলেরই দিকে ঘোরাতে যে তৎপর হচ্ছে তা আজ শুভেন্দুর বক্তব্য থেকে আরও একবার স্পষ্ট হয়ে গেল।আদ্যোপান্ত আজ চাঁচাছোলা ভাষায় সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর দলকে বেলাগাম আক্রমণ করেছেন তিনি। গুরুতর অভিযোগ করে শুভেন্দু বলেছেন, এই বাংলাদেশি মুসলমান ও রোহিঙ্গাদের ঢোকানোর জন্যই রাজ্য সরকার সীমান্তে জমি দিচ্ছে না। ফলে কেন্দ্র বেড়া দিতে পারছে না। আর সেই কারণে ভোটের সময় এইসব লোকজন বুথে-বুথে গিয়ে ছাপ্পা মারতে সক্ষম হচ্ছে।

বরাবরই বাংলাদেশি মুসলমানদের বিপক্ষে কথা বলতে শোনা যায় শুভেন্দুকে। এর আগে বহু জায়গায় তিনি অভিযোগ করেছেন, এদের জন্যই বিভিন্ন জায়গা থেকে হিন্দুরা চলে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। আজ তো একেবারে রাখঢাক না করেই বিরোধী দলনেতা বলেছেন, স্বাধীনতার আগে যে গ্রামে একসময় সন্ধে হলে তুলসী মঞ্চে আলো জ্বলত, গীতা পাঠ হত সেই সব গ্রামে আজ তাঁদের কোনও অস্তিত্বই নেই। তিনি বলেন, "স্বাধীনতার আগে-পড়ে এমন অনেক গ্রাম আছে যেখানে গীতা পাঠ হত,হনুমান চল্লিশা পাঠ হত, এমন ৬০০০ হাজার গ্রাম এই পনেরো বছরে হিন্দু শূন্য হয়ে গেছে পশ্চিমবাংলায়।

এখন সেখানে শাঁখ বাজে না, মন্দিরের অস্তিত্ব নেই, ঘণ্টা বাজে না।" বিরোধী দলনেতার দাবি, এই সব বাংলাদেশি মুসলমানরা শুধু এখানেই থাকছেন তা নয়, রেশন নিয়ে নিচ্ছেন। ভারতের সরকার যে যে প্রকল্প সাধারণের জন্য আনছে, তাতেও এরা ভাগ বসিয়েছেন। তাঁর অভিযোগ, "তৃণমূলের সঙ্গে এখন বাংলাদেশি মুসলিম রোহিঙ্গা জামাতরা রাস্তায়। ভোট জিহাদ করছে।

এরা এক একটা ভোটকে দুর্গ বানিয়েছে। শয়ে শয়ে অবৈধ ভোটার। ওই সকল বুথ গুলিতে পুরুষরা সকালে গামছা পরে ভোট দেয়, দুপুরে প্যান্ট পরে, আর বিকেলে লুঙ্গি পরে ভোট দেয়। আর মহিলারা সকালে কামিজ পরে, দুপুরে শাড়ি পরে আর বিকেলে ক্যামেরা বন্ধ করে বোরখা পরে মুখে ঢেকে ভোট দেয়।" আজ যে সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়রা কেন্দ্রের বিরুদ্ধে পথে নেমে গলার সুর চড়িয়েছিলেন, ঠিক সেই একই সময় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী রাজ্যের সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দাগছেন।

পৃথিবীর সৃষ্টির মূলে শিব

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(পঁচিশতম পর্ব)

ত্রিযুগীনারায়ণ গ্রামে। মন্দাকিনী ও শোনগঙ্গার সঙ্গমস্থলে অবস্থিত এই পৌরাণিক জনপদটি ছিল হিমালয় রাজার রাজধানী। এই বিবাহ দিয়েছিলেন স্বয়ং ব্রহ্মা। আর নারায়ণ গৌরীকে সমর্পণ করেন শিবের হাতে। চৈত্রে শিবগাজন উৎসব অনেকের মতে হর-কালীর বিয়ের অনুষ্ঠান। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি লিখেছেন, "শিবের গাজনের প্রকৃত ব্যাপার হর-কালীর বিবাহ। সন্ন্যাসীরা বরযাত্রী। তাহাদের গর্জন হেতু গাজন শব্দ আসিয়াছে। ধর্মের গাজনে মুক্তির সহিত ধর্মের

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(২ পাতার পর)

মিঠুনের মন্তব্যে শোরগোল বিজেপিতে

একাধিক শীর্ষনেতা। আর সেই সভাতেই সরাসরি মিঠুনকে বাংলার আগামীর মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার প্রস্তাব দেন বিজেপি কর্মীরা। এক্ষেত্রে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তাঁর স্পষ্ট জবাব, "আমাদের পার্টিতে এই সব হয় না।" তবে কর্মীদের দাবি মেনে মুখ্যমন্ত্রী হবেন? এক্ষেত্রে তাঁর জবাব, "আমাদের পার্টিতে সবাই লড়ে, এরপর জিতে আসলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আমায় দল চাইলে আমিও হব, অন্যকে চাইলে উনি হবেন।"

এর আগেই বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে বিজেপির মুখ কে তা নিয়ে প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয় দলের রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যকেও। যদিও এহেন প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে সেই সময় বিজেপির রাজ্য সভাপতি দাবি করেন, "এতগুলো রাজ্যে নির্বাচন লড়ছি। কোথাও কি কাউকে 'মুখ' করা হয়েছে?" দৃশ্যতই বিব্রত রাজ্য বিজেপির সভাপতি এই বিষয়ে দলের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের উপর দায়িত্ব চাপিয়ে সেই সময় জানান, "পার্টি যদি মনে করে তাহলে করতেই পারে! এর মধ্যে দলের অন্দরেই মিঠুন চক্রবর্তীকে যেভাবে মুখ্যমন্ত্রিত্বের প্রস্তাব দেওয়া হল, তা নিয়ে বঙ্গ বিজেপিতে বিরাট শোরগোল। তাহলে দলের কর্মীরাই চাইছেন না শুভেন্দু অধিকারীকে? আবার রাজনৈতিক মহলের একাংশের পর্যবেক্ষণ, মিঠুনের মন্তব্যে কার্যত বিব্রত হয়ে পড়লেন বঙ্গ বিজেপির শীর্ষনেতারাই।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

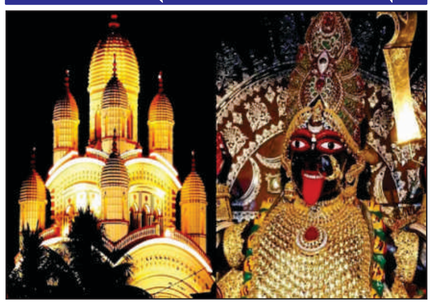

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

ওষ্ঠের দুই প্রান্ত থেকে রক্ত গড়াচ্ছে। আর তিনি বিস্ফুরিতাননা ও উন্নতদন্তা; তাঁর কেশ দক্ষিণব্যাপী আলুলায়িত। বালসূর্যমণ্ডলের মতো তাঁর ত্রিনেত্র ও তিনি শবরূপ শিবের বুকে সংস্থিতা।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

কুমায়ুন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে ভাষণ দিলেন রাষ্ট্রপতি

নতুন দিল্লি, ০৪ নভেম্বর, ২০২৫

রাষ্ট্রপতি শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মু আজ (৪ নভেম্বর, ২০২৫) উত্তরাখণ্ডের নৈনিতালে কুমায়ুন বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন।

রাষ্ট্রপতি বলেন, যে কোনো দেশের বিকাশের ভিত্তি হল শিক্ষা ব্যবস্থা। সেজন্যই, শিক্ষা প্রণালী এমন হওয়া উচিত যাতে শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিক ও দক্ষতাভিত্তিক ক্ষমতায়নের পাশাপাশি তার মূল্যবোধও বিকশিত হয়ে ওঠে।

শিক্ষার উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীকে স্বনির্ভর করে তোলার সঙ্গে সঙ্গে বিনয়ী এবং দেশ ও সমাজের উন্নয়নে অবদান রাখার যোগ্য করে তোলা – একথা উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি বলেন, পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়নের দিকটিতেও পড়ুয়াদের সবসময়ে চেতনায় থাকতে হবে। প্রান্তিক মানুষের সেবাই প্রকৃত ধর্ম।

ভারত বিশ্বের বৃহৎ অর্থনীতিগুলির মধ্যে সবচেয়ে দ্রুত বিকাশশীল এবং সরকার এক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা বজায়

রাখতে যেসব উদ্যোগ নিয়েছে, তাতে তরুণ প্রজন্মের সামনে অপার সম্ভাবনার দরজা খুলে গেছে বলে রাষ্ট্রপতি মনে করেন। এই সুযোগ গ্রহণের জন্য শিক্ষার্থীদের তৈরি করে দেওয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির কর্তব্যের মধ্যে পড়ে বলেও রাষ্ট্রপতির মন্তব্য।

দেশে গবেষণা, উদ্ভাবনামূলক উদ্যোগ এবং ঔদ্যোগিকতার প্রসার এই সময়ের দাবি বলেও তিনি মনে করিয়ে দেন। এক্ষেত্রে কুমায়ুন বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগকে তিনি স্বাগত জানান।

রাষ্ট্রপতি বলেন, হিমালয় প্রাণদায়ী সম্পদে সমৃদ্ধ। তার সংরক্ষণের দায়িত্ব প্রত্যেকের। এই দিশায় কুমায়ুন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়াস সাধুবাদযোগ্য। সামাজিক দায়বদ্ধতার ক্ষেত্রেও এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে আরও উদ্যোগী হতে হবে।

২০৪৭ নাগাদ ভারতকে উন্নত দেশের তালিকাভুক্ত করার উদ্যোগে শিক্ষা ব্যবস্থা এবং তরুণ প্রজন্মের ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করিয়ে দেন রাষ্ট্রপতি।

এই অনুষ্ঠানের আগে রাষ্ট্রপতি নৈনিতালে নয়না দেবী মন্দিরে প্রার্থনা করেন। কাইঞ্চি ধামে শ্রী নীম কারোলি বাবার আশ্রমও পরিদর্শন করেন তিনি।

দিল্লিতে প্রতি ৭ জনের ১ জনের মৃত্যু বায়ুদূষণে: গবেষণা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভারতের রাজধানী দিল্লিতে বায়ু দূষণ এখন আর কেবল পরিবেশের সমস্যা নয়, এটি এক ভয়াবহ জনস্বাস্থ্য জরুরি অবস্থা। সম্প্রতি প্রকাশিত গ্লোবাল বার্ডেন অফ ডিজিসের (জিবিডি) এক বিশ্লেষণ থেকে জানা গেছে, ২০২৩ সালে দিল্লিতে হওয়া মোট মৃত্যুর প্রায় ১৫ শতাংশের জন্য দায়ী ছিল এই বিষাক্ত বাতাস। এই পরিসংখ্যান অনুযায়ী, দিল্লিতে প্রতি সাতটি মৃত্যুর মধ্যে একটির জন্য সরাসরি দায়ী করা যেতে পারে দীর্ঘমেয়াদি সূক্ষ্ম ধূলিকণার সংস্পর্শকে।

ইনস্টিটিউট ফর হেলথ মেট্রিক্স অ্যান্ড ইভ্যালুয়েশনের তথ্য বিশ্লেষণ করে সেন্টার ফর রিসার্চ অন এনার্জি অ্যান্ড ক্লিন এয়ার জানিয়েছে, গত বছর দিল্লিতে প্রায় ১৭ হাজার ১৮৮ জনের মৃত্যু দূষণের সঙ্গে যুক্ত ছিল।

এই উদ্বেগজনক চিত্র সামনে আসার পরও ভারতের কেন্দ্রীয় পরিবেশ মন্ত্রণালয় তাদের পূর্বের অবস্থানেই অনড় রয়েছে। তারা দাবি করেছে, বায়ু দূষণের সঙ্গে

এরপর ৬ পাতায়

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance ([illegible]) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219
(Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364,
(Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
নির্ভীক সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
রেজিস্ট্রেশন অনুযায়ী
এবার থেকে
ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
রোজদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে
কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর
Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu sarda
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)
Mobile : 9564382031

গোপনে পরমাণু পরীক্ষা করার বিষয়ে কি বলছে পাকিস্তান

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাম্প্রতিক মন্তব্যের জেরে পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা নিয়ে ফের আন্তর্জাতিক মহলে শুরু হয়েছে নতুন বিতর্ক। ট্রাম্পের এই মন্তব্যের পরই কড়া জবাব দিয়েছে পাকিস্তান। একজন জ্যেষ্ঠ পাকিস্তানি কর্মকর্তা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে ইসলামাবাদ পারমাণবিক পরীক্ষা পুনরায় শুরু করার ক্ষেত্রে প্রথম হবে না।

সিবিএস নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ওই পাকিস্তানি কর্মকর্তা বলেন, পাকিস্তান পারমাণবিক পরীক্ষা চালানোর ক্ষেত্রে প্রথম ছিল না এবং পুনঃরায় পরীক্ষা শুরু করার ক্ষেত্রেও প্রথম হবে না।

রবিবার সিবিএস-এর ৬০ মিনিটস অনুষ্ঠানে ডোনাল্ড ট্রাম্প অভিযোগ করেন, রাশিয়া, চীন, উত্তর কোরিয়া এবং পাকিস্তানসহ আরও কিছু দেশ গোপনে ভূগর্ভে পারমাণবিক পরীক্ষা চালাচ্ছে, যা সাধারণ জনগণের অজানা। তিনি আরও বলেন, এই পরিস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্রও পরীক্ষা শুরু করবে।

ট্রাম্পের কথায়, রাশিয়া পরীক্ষা চালাচ্ছে, চীনও পরীক্ষা চালাচ্ছে, কিন্তু তারা এটা নিয়ে কথা বলে না।... আমি চাই না, পরীক্ষা না করা একমাত্র দেশ আমরাই হই।

যদিও ১৯৯৬ সাল থেকে যুক্তরাষ্ট্র 'কম্প্রিহেনসিভ টেস্ট ব্যান ট্রিটি'র স্বাক্ষরকারী দেশ। যা সামরিক বা বেসামরিক উভয় উদ্দেশ্যেই সকল পারমাণবিক বিস্ফোরণ নিষিদ্ধ করে। যুক্তরাষ্ট্র তাদের শেষ পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল ১৯৯২ সালে।

উত্তর কোরিয়া ছাড়া গত কয়েক দশক ধরে অন্য কোনো দেশ পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে বলে জানা নেই। রাশিয়া এবং চীন যথাক্রমে ১৯৯০ এবং ১৯৯৬ সালের পর আর এমন কোনো পরীক্ষা করেনি। অন্যদিকে, পাকিস্তান ১৯৯৮ সালে শেষ পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল। যদিও ইসলামাবাদ আন্তর্জাতিক সিটিবিটির স্বাক্ষরকারী নয় তবুও দেশটি সেই সময় থেকে একতরফাভাবে পারমাণবিক পরীক্ষার উপর স্থগিতাদেশ বজায় রেখেছে বলে দাবি করে।

(৩ পাতার পর)

জোড়াসাঁকোর প্রতিবাদ মঞ্চ থেকে হুংকার অভিষেকের

বন্দ্যোপাধ্যায় । তিনি বলেন,এই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন তৃণমূল কংগ্রেস তৈরি হয়নি সেই সময় কংগ্রেসের ব্যানার থেকে মানুষের ভোটাধিকার প্রয়োগ এবং আইডেন্টিটি কার্ড চালুর জন্য আন্দোলন সবার প্রথম করেছিলেন। সেই সময় তিনি যে আন্দোলন করেছিলেন তা আজও স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে। আগামী দিনও যদি আমাদের রাস্তায় নামতে হয় বিজেপির বিরুদ্ধে আমরা সর্বশক্তি নিয়ে রাস্তায় নামবো। কিন্তু আমরা দিল্লিতে বিজেপির কাছে আত্মসমর্পণ করব না।

তৃণমূলকে ধমকে চমকে কাজ হবে না। কেন্দ্রকে কড়া আক্রমণ অভিষেকের। দিল্লির কাছে মেরুদন্ড বিক্রি করব না। কোন কারণেই বিজেপির কাছে মাথা নত করবো না বলে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য গত বিধানসভা নির্বাচনে একদিকে দশ কোটি মানুষের আশীর্বাদ অপরদিকে ইডি সিবিআই এবং সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের একাংশ সংবাদমাধ্যমের একাংশ সকলের বিরুদ্ধে লড়াই করে তৃণমূল কংগ্রেস জয়লাভ করেছিল। মানুষের মৌলিক অধিকার রক্ষায় বদ্ধপরিকর তৃণমূল কংগ্রেস। নির্বাচন কমিশন কেও মিছিলের শেষে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির সামনে প্রতিবাদ মঞ্চ থেকে নিশানা করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এতদিন মানুষ বাঁচত সরকার আর এখন ভোটার বাঁচছে সরকার। মতুয়া সম্প্রদায়ের প্রতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এর বার্তা বিজেপি যে সিএএ ক্যাম্প খুলে ফাঁদ পেতেছে তাতে কেউ পা দেবেন না যদি পা দেন তাহলে অসমে যে পরিস্থিতি হয়েছে সেই পরিস্থিতি হবে আপনাদের। বৈধ ভোটার বাদ গেলে দিল্লিতে আন্দোলন হবে।

(৫ পাতার পর)

দিল্লিতে প্রতি ৭ জনের ১ জনের মৃত্যু বায়ুদূষণে: গবেষণা

মৃত্যুর সরাসরি ও চূড়ান্ত যোগসূত্রের কোনো প্রমাণ নেই। এটিকে তারা অন্যান্য সহযোগী কারণগুলির মধ্যে একটি হিসেবে দেখছে।

তবে গবেষক ড. মনোজ কুমার এই মতের তীব্র বিরোধিতা করে বলেন, বায়ুদূষণকে এখন পরিবেশগত সমস্যা নয় বরং জনস্বাস্থ্য জরুরি অবস্থা হিসেবে দেখতে হবে। তিনি আরও জানান, ভারতে ২৫০টিরও বেশি মহামারি সংক্রান্ত গবেষণায় দূষিত বায়ুর সঙ্গে স্বাস্থ্যঝুঁকির স্পষ্ট সংযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ড. কুমার ব্যাখ্যা করেন, সূক্ষ্ম ধূলিকণা শুধু ফুসফুসেই সীমাবদ্ধ থাকে না। নিঃশ্বাসের সঙ্গে এই কণাগুলি ফুসফুসের গভীরে প্রবেশ করে রক্তপ্রবাহে মিশে যায়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এগুলি রক্তনালীতে জমা হয়ে হৃদপিণ্ড ও মস্তিষ্কে অক্সিজেনের সরবরাহ কমিয়ে দেয়। ফলস্বরূপ স্ট্রোক, হার্ট অ্যাটাক এবং অন্যান্য দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতার ঝুঁকি বহুগুণ বেড়ে যায়।

আশ্চর্যজনকভাবে, কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন বায়ু মান ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা সত্ত্বেও বায়ু দূষণজনিত মৃত্যু কমার বদলে বেড়েছে। জিবিডির বিশ্লেষণ বলছে, ২০১৮ সালে যেখানে এই সংখ্যা ছিল ১৫ হাজার ৭৮৬, সেখানে ২০২৩ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৭ হাজার ১৮৮-তে। এই দূষণ এখন উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস এবং উচ্চ কোলেস্টেরলের মতো পরিচিত স্বাস্থ্য ঝুঁকির চেয়েও বড় মারণ কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

বিশেষজ্ঞরা মনে করিয়ে দিচ্ছেন, দিল্লির দূষণ কেবল শীতকালের কুয়াশার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। ড. কুমার বলেন, মানুষ মনে করে দূষণ শুধু শীতের সমস্যা, কিন্তু ক্ষতিকর কণার সংস্পর্শে আমরা সারাবছরই থাকি। বাতাসের গতি কমলে দূষণ দৃশ্যমান হয় মাত্র।

ড. কুমার আরও বলেন, জনসচেতনতা প্রয়োজন হলেও বড় আকারের উন্নতির জন্য দৃঢ় সরকারি নিয়ন্ত্রণ ও ধারাবাহিক বাস্তবায়ন অপরিহার্য। তিনি বলেন, দিল্লির প্রায় অর্ধেক দূষণই আসে কেবল যানবাহন থেকে।

সিনেমার খবর

cinema TV

প্রিয়াংকাকে কেন ইঁদুর বলেছিলেন শাহরুখ?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বিনোদন জগতের বলিউড বাদশাহ শাহরুখ খানের কোন বিষয়টি সবচেয়ে ‘আবেদনময়’, সে কথার অকপটে উত্তর দেন অভিনেত্রী প্রিয়াংকা চোপড়া। শাহরুখকে তিনি চোখে হারান, এ কথা বারবার স্বীকার করে নেন অভিনেত্রী। একসঙ্গে জুটি বাঁধার আগে থেকেই বলিউড বাদশার প্রতি ছিল তার মুগ্ধতা। সেই অভিনেত্রীকে ইঁদুর বলে মনে করতেন শাহরুখ। কিন্তু কেন?

বলি বাদশাহ বরাবর গৌরী খানকে নিয়ে সংসারী। কিন্তু প্রিয়াংকা চোপড়াকে নিয়েও তার প্রেমের গুঞ্জন শোনা যায়। যদিও সেই সময় তারা মালয়েশিয়ায় শুটিং করছিলেন। ‘ডন’ সিনেমায় প্রিয়াংকাকে ‘জংলি বিল্লি’ বলা হতো।

‘ডন’ সিনেমায় জুটি বেঁধেছিলেন দুই তারকা। 'ডন' সিনেমার সেটেও শাহরুখের প্রতি মুগ্ধতা নিয়ে কোনো রাখঢাক ছিল না

প্রিয়াংকা চোপড়ার। ‘কফি উইথ করণ’ অনুষ্ঠানে তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, শাহরুখের কোন বিষয়টিতে সবচেয়ে বেশি যৌন আবেদন রয়েছে? উত্তরে প্রিয়াংকা বলেছিলেন, সব কিছুতেই। ও আমার সবচেয়ে পছন্দের। ও সরাসরি চোখের দিকে তাকায়। ওর প্রতি বরাবরই মুগ্ধতা ছিল। ও অনুপ্রাণিত করে।

অভিনেত্রী বলেন, সবকিছু ভালো লাগে এই মানুষটার। ওর কোনো ভুল হতেই পারে না। সেই সময় শাহরুখের মুখেই ছিল সেই সংলাপ। কিন্তু বাস্তবেও কি প্রিয়াংকা জংলি বিড়ালের মতো? এমন প্রশ্নের উত্তরে প্রিয়াংকাকে ইঁদুর বলেছিলেন শাহরুখ খান।

উত্তরে দেশি গার্ল বলেছিলেন, আমি মোটেও ইঁদুর নই। একটা ভালো দেখতে পশুর সঙ্গে আমার তুলনা কর। তখন খরগোশের সঙ্গে প্রিয়াংকার তুলনা করেছিলেন বাদশাহ। পরে অবশ্য শাহরুখ খান বলেছিলেন, আসলে আমি ওকে খুবই পছন্দ করি। ওর প্রতিভার প্রতি আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা রয়েছে।.

লাল শাড়িতে গ্ল্যামারাস মিমি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

টালিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী ও সংসদ সদস্য মিমি চক্রবর্তী অভিনয়ের পাশাপাশি লুক-স্টাইল নিয়ে বরাবরই আলোচনায় থাকেন। এবারও তার ব্যতিক্রম হলো না। এক গ্ল্যামারাস লুকে সামাজিক মাধ্যমে ধরা দিলেন এ সংসদ সদস্য। ইতোমধ্যে সামাজিক মাধ্যমে নেটিজেনদের মাঝে তোলপাড় ফেলে দিয়েছেন মিমি চক্রবর্তী।

২৫ অক্টোবর সন্ধ্যায় নিজের ফেসবুক পেজে একগুচ্ছ নতুন ছবি শেয়ার করে নিয়েছেন অভিনেত্রী। সেখানে দেখা যায়,

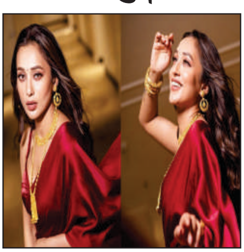

উজ্জ্বল রেড সিল্ক শাড়ি পরেছেন তিনি। সঙ্গে গলা ও হাতে সোনার গহনা। খোলা চুল, হালকা মেকআপ আর আত্মবিশ্বাসী ভঙ্গিমায় একের পর এক পোজে ধরা দিলেন মিমি চক্রবর্তী। ছবিগুলোতে যেন ঐতিহ্য আর আভিজাত্য একসঙ্গেই ফুটে উঠেছে।

নীল হৃদয়ের ইমোজিতে সামাজিক মাধ্যমে দেওয়া ছবির ক্যাপশনে মন্তব্যের ঝড় তুলেছেন নেটিজেনরা। এক নেটিজেন লিখেছেন— রেড কুইন। আরেক নেটিজেন লিখেছেনএই লুকটাই মিমির ট্রেডমার্ক।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে মিমি চক্রবর্তী অভিনীত সিনেমা ‘রক্তবীজ ২’। যেখানে আবির চ্যাটার্জির সঙ্গে জুটি বেঁধে দর্শকের মন জয় করে নিয়েছেন তিনি। কাজের পাশাপাশি নিজের ফ্যাশন সেন্স ও ব্যক্তিত্ব দিয়েও নিয়মিত আলোচনায় থাকেন মিমি চক্রবর্তী।

সাইফের ছেলের ওপর কেন ক্ষুব্ধ করণ জোহর

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

পতৌদি পরিবারের নবাব অভিনেতা সাইফ আলি খানের মতোই বলিউডে পা রেখেছেন তার ছেলে ইব্রাহিম আলি খান। তার অভিনীত প্রথম সিনেমা ‘নাদানিয়া’ মুক্তি পাওয়ার আগেই ইব্রাহিমকে নিয়ে সিনেমাপ্রেমী দর্শকদের ছিল ব্যাপক আগ্রহ। কিন্তু সিনেমা মুক্তির পর সেই উত্তেজনা যেন মুহূর্তেই সমালোচনায় রূপ নেয়। তার অভিনয় ও নায়িকার সঙ্গে রসায়ন আর গল্প— সব মিলিয়েই সামাজিক মাধ্যমে ব্যাপক ট্রলের শিকার হন ইব্রাহিম।

এদিকে পরিচালক-প্রযোজক ও অভিনেতা করণ জোহর সাইফপুত্র ইব্রাহিমকে বলিউডে লঞ্চ করেছিলেন এবং তার পরবর্তী প্রজেক্ট ‘সরজেমিন’-এও সুযোগ দিয়েছিলেন তিনি। তবে করণের ঘনিষ্ঠ সূত্র জানায়, অনেকেই করণ জোহরকে ইব্রাহিমকে নিয়ে দ্বিতীয় সুযোগের জন্য ভেটো দিয়েছেন, তবু করণ তার প্রতিশ্রুতি রেখেছিলেন।

সম্প্রতি একটি গণমাধ্যমে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে নিজের প্রথম সিনেমাটিকেই সরাসরি ‘খারাপ’ বলে বসলেন ইব্রাহিম। তিনি বলেন, 'খোলাখুলি বলছি, ওটা সত্যিই খুব খারাপ সিনেমা ছিল।' আর এ মন্তব্য শুনেই চটে গেছেন সিনেমার সহপ্রযোজক করণ জোহর। পরিচালকের একটি সূত্র জানিয়েছে এ খবর।

এ ঘটনার পর ফিসফিসানি শুরু হয়েছে বলিউডে। যদিও করণ জোহরের পক্ষ থেকে এখনো প্রতিক্রিয়া আসেনি। তবে ইব্রাহিমের মন্তব্য তাদের সম্পর্কের মধ্যে অপ্রত্যাশিত উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে। ইব্রাহিম প্রথম সিনেমার সমালোচনা করলেও নিজের পরের ছবি ‘দিলের’-এ সব ফোকাস রাখছেন। তিনি বলেন, আমি চাই ভালো কাজের পর আবার করণ স্যারের সঙ্গে কাজ করি এবং তাকে গর্বিত করতে পারি।

অ্যাশেজের প্রথম টেস্ট থেকে ছিটকে গেলেন কামিন্স

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

অনেকদিন ধরে চোটের কারণে অ্যাশেজ সিরিজের প্রথম টেস্ট খেলা নিয়ে অনিশ্চয়তা ছিল অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক প্যাট কামিন্সের। অবশেষে এলো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা।

অস্ট্রেলিয়ার প্রধান কোচ অ্যান্ড্রু ম্যাকডোনাল্ড বলেন, 'আমরা প্রায় এক সপ্তাহ আগেই বলেছিলাম, কামিন্সকে পুরোপুরি ফিট হতে চার সপ্তাহের মতো সময় লাগবে। দুর্ভাগ্যবশত আমরা সেই সময় শেষ হয়েছে। তবে আমরা এখনো খুব আশাবাদী—দ্বিতীয় টেস্টে তাকে পেতে পারি।'

ব্রিসবেনে দ্বিতীয় টেস্টে ফেরার সুযোগ আছে অস্ট্রেলিয়ার সাদা জার্সির অধিনায়কের। আগামী ৪ ডিসেম্বর ব্রিসবেনে শুরু হওয়া দ্বিতীয় টেস্টে ফিরতে প্যাট কামিন্স বোলিং শুরু করবেন বলে জানান অস্ট্রেলিয়ার কোচ, 'তার ফেরার সময়সীমা সবাই জানতে চায় —দ্বিতীয় টেস্টের আগে কি সম্ভব? এখনই নির্দিষ্ট করে বলা যাচ্ছে না। তবে সে এই সপ্তাহে বোলিং শুরু করবে, এটিই সবচেয়ে বড় অগ্রগতি। এই ধাপটাই আমাদের দরকার ছিল। এখন আমরা সেই পথে এগোচ্ছি এবং আশা করছি, ব্রিসবেনে তাকে পাবো।'

তিনি আরও যোগ করেন , 'এই ধরনের ইনজুরিতে কখনোই নির্দিষ্ট সময়সীমা দেওয়া যায় না। সবাই জানতে চায়, ঠিক কবে ফিরবে, কিন্তু আমরা এখনই সেটা বলতে পারি না। চিকিৎসক দলকেও আমি এমন চাপের মধ্যে ফেলব না।'

কামিন্সের অনুপস্থিতিতে ইংল্যান্ডের পার্থে শুরু হতে যাওয়া প্রথম টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার নেতৃত্ব দেবেন স্টিভেন স্মিথ। প্রথম টেস্টে কামিন্সের না খেলা অনেকটাই প্রত্যাশিতই ছিল। সেপ্টেম্বরে তার পিঠে লাম্বার স্ট্রেস ইনজুরি ধরা পড়ার পর থেকেই তিনি বোলিংয়ে ফিরতে পারেননি। ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফর থেকে ফেরার পর ব্যথা অনুভব করায় গত কয়েক সপ্তাহ ধরেই মাঠের বাইরে ছিলেন এই অলরাউন্ডার।

'ক্রিকেট আর শুধু জেন্টলম্যানদের খেলা নয়, এখন সবার'

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দীর্ঘ এক মাসের লড়াই শেষে অবশেষে রবিবার রাতে ইতিহাস গড়ল ভারতীয় নারী ক্রিকেট দল। দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৫২ রানে হারিয়ে হরমনপ্রীত কৌরের নেতৃত্বে ভারত জিতল নিজেদের প্রথম নারী ক্রিকেট বিশ্বকাপ। জয়টা শুধু একটি ট্রফি নয়, বরং ভারতীয় নারী ক্রিকেটের নতুন যুগের সূচনা।

৩০ সেপ্টেম্বর শুরু হয়েছিল এই অভিযাত্রা, ২ নভেম্বর শেষ হলো সোনালি অক্ষরে লেখা এক অধ্যায়ে। ম্যাচের পর ট্রফি জড়িয়ে ঘুমিয়ে থাকা হরমনপ্রীতের ছবিটি এখন ভাইরাল। কিন্তু আরও বেশি আলোচনার জন্ম দিয়েছে তাঁর টি-শার্টে লেখা একটি বাক্য— "Cricket is a gentleman's (EVERYONE'S) game"। 'gentleman's' শব্দটি কেটে দিয়ে স্পষ্ট করে দিয়েছেন বার্তা: ক্রিকেট আর শুধু ভদ্রলোকদের খেলা নয়, এটি এখন সবার খেলা।

নিজের এক্স অ্যাকাউন্টে হরমন লিখেছেন, "কিছু স্বপ্ন এক বিলিয়ন মানুষের, এই কারণেই ক্রিকেট সবার খেলা।"

এই এক বাক্য যেন নারী ক্রিকেটের আত্মমর্যাদা ও অবস্থান নিয়ে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করছে সবাইকে।

যেভাবে ১৯৮৩ সালের ২৫ জুন কপিল দেবের নেতৃত্বে ভারতীয় পুরুষ দল লর্ডসে বিশ্ব জিতে দেশজুড়ে ক্রিকেট বিপ্লব ঘটিয়েছিল, তেমনি ২০২৫ সালের ২ নভেম্বর হয়ে থাকল ভারতীয় নারী ক্রিকেটের ইতিহাসে সবচেয়ে উজ্জ্বল দিন।

'ওকে কারাগারে ঢুকিয়ে চাবি ফেলে দাও'

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভারতে নারী বিশ্বকাপ খেলতে গিয়ে অস্ট্রেলিয়া দলের দুই নারী ক্রিকেটার শ্লীলতাহানির শিকার হয়েছেন। অভিযোগ উঠেছে, এক মোটরসাইকেল আরোহী তাদের 'অযাচিতভাবে স্পর্শ করেছেন'।

এই ঘটনায় ভারতীয় কিংবদন্তি ক্রিকেটার সুনীল গাভাস্কার বলেছেন, 'আমাদের কাছে অতিথিরা দেবতার সমান। এই ঘটনা শোনা সত্যিই খুব, খুব দুঃখজনক। এটি নিঃসন্দেহে এক জঘন্য ঘটনা। আইন নিজস্ব পথে চলবে নিশ্চিতভাবেই। আমি আশা করি দোষী ব্যক্তিটি কঠোরভাবে শাস্তি পাবে। ওকে কারাগারে ঢুকিয়ে চাবিটা ফেলে দাও। আমি মনে করি এটাই একমাত্র উপায়। শুধু ওকে বন্দী করো আর চাবিটা ফেলে দাও।'

গত বুধবার ইন্দোরের হোলকার স্টেডিয়ামে ইংল্যান্ডকে হারায় অস্ট্রেলিয়া। পরদিন সকালে ক্যাফেতে যাওয়ার পথে দলের দুই ক্রিকেটার এই অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার শিকার হন। আজ একই ভেন্যুতে লিগ পর্বে নিজেদের শেষ ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকার মুখোমুখি অস্ট্রেলিয়া।

ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ) এক বিবৃতিতে জানায়, 'অস্ট্রেলিয়া নারী দলের দুইজন সদস্য ইন্দোরে একটি ক্যাফেতে হেঁটে যাওয়ার সময় একজন মোটরসাইকেল আরোহী তাদের অনুপযুক্তভাবে স্পর্শ করেন। দলের নিরাপত্তা কর্মকর্তারা বিষয়টি পুলিশকে জানিয়েছেন, তারা বিষয়টি সামলাচ্ছেন।'

ভারতের সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি জানিয়েছে, অস্ট্রেলিয়া দল ইন্দোরের র‍্যাডিসন ব্লু হোটেলে অবস্থান করছে। ঘটনার পরপরই দুই ক্রিকেটার দলের নিরাপত্তাকর্মীদের কাছে 'এসওএস' বার্তা পাঠান। বার্তা পেয়েই কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে ছুটে যান। দলের নিরাপত্তা ব্যবস্থাপক ড্যানি সিমন্স বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ইন্দোরের এমআইজি থানায় অভিযোগ দাখিল করেন। পুলিশ অভিযোগটি এফআইআর হিসেবে গ্রহণ করে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে। গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তির নাম আকিল খান।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O . : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR